132. Nd. 892. 2.

কালাপানি

বা

হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

(১১ই পৌষ, সন ১২৯৯)

কলিকাতা ২নং মল্লিক লেন হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৯

মূল্য ৹ আনা

তালিকা।

দুলালচাঁদ ... ... কলিকাতাস্থ ধনাঢ্য যুবক

সাধুরাম }
মাখনলাল } ... ... দুলালচাঁদের সহচর

তিনকড়ি ... ... ঐ প্রতিবেশী।

পণ্ডিতজী ... ... ইংরাজি শিক্ষিত পণ্ডিত

দেওয়ানজী, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, বালকবালিকাগণ, পাকমারা ও তাহার পত্নী, বিলাতযাত্রিগণ, অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ ও সাহেববিবিগণ

নিস্তারিণী ... ... দুলালচাঁদের ভগ্নী

মেজবৌ।

নবৌ

কাঁসারিপিসি

নাপ্তিনী

কালাপানি

বা

হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা।

প্রস্তাবনা।

দৃশ্য উদ্যান।

নারীগণ।

ভক্ত নাই আমাদের কর্ত্তাদের মতন।
হিঁদুমতে সাহেব হ'তে সতত যতন॥
যদি খাবে বিলাতি বিস্কুট, আগে দেবে হরির লুট,
ভক্তি ভরে ঠাকুরঘরে করে নিবেদন॥
না-ক'রে গো গঙ্গাস্নান, করেননাকো ব্রাণ্ডি পান,
নেশা হলে হরি বলে কেঁদে অচেতন।
পাছে সকৃড়ি লাগে হাতে, তাই চামচে চালান ভাতে,
ধর্ম্ম খেতে, ধর্ম্ম শুতে, ধর্ম্মতলায় মন॥
পাখী যদি রাম নাম ধরে, মোহনচূড়া শিরে পরে,
তবে তারে দেন উদরে ব'লে নারায়ণ;—
(আবার) শালিক শকুন খাননা কভু এমনি কঠিন পণ॥

প্রথম দৃশ্য।

দুলালবাবুর বৈঠকখানার ছাদ।

(দুলালচাঁদ, সাধুরাম ও মাখনলাল)

দুলাল বটে বটে, বাধা দিচ্ছে, বাধা দিচ্ছে, আমার কাজের উপর কথা; বিলাত যাবার ব্যবস্থাপত্রে সই করবে না? সে কত বড় তর্কচূড়ামণি আমি দেখে নিচ্ছি সাধুরাম বাবু! আজি নোটীশ লিখে দেবেনতো, যেন তিনদিনের ভিতর সমস্ত খাজানা চুকিয়ে দিয়ে আমার জমী ছেড়ে উঠে যায়

সাধু আজ্ঞে ঠিক ঠাউরেছেন, এ নোটীশ দেওয়াই উচিত; তবে একটা কথা হচ্ছে, দেওয়ানজীর মুখে শুনেছিলেম যে তর্কচূড়ামণিদের ওখানে তিনপুরুষ বাস, বন কেটে টোল বসান, তিন দিনের নোটীশ (Illega) ইল্‌লিগ্যাল হবে, আদালতে মঞ্জুর হবে না, নিদেন পনর দিনের (Time) টাইম দিতে হবে

মাখন এ বড় বেজায় আইন, যা'র জমী সে মনে করলে যখনি ইচ্ছে কেড়ে নিতে পারবে না ইচ্ছে করলে যদি না রেয়তকে উদ্বাস্ত করতে পারা যায়, তবে আর রাজা প্রজা সম্পর্কটা রইল কি

দুলাল মাখন বাবু, তবে আর আমি বিলাত যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছি কেন? এখানকার সাহেবদেরতো কোন মতে বোঝাতেও পারা গেল না, রাগাতেও পারা গেল না; এক বার বিলাতে যেতে পারলে, ষষ্ঠিবাবুকে দিয়ে গোটা দুই লেক্‌চার ঝাড়াবো, আর বিলিতি সাহেবদের হাত করে, এখানকার আইন করার ঝাঁজটা নিজের হাতে নেব, তাহলে ঝাঁ ঝাঁ

করে, কুসংস্কারমূলক যত বদ আইন আছে, সব রদ্ করে ফেলব, একবার একটু চেপে যাওয়া, সাবেকটা পার হই ত যা'ক, সাধুবাবু, যত কম মেয়াদই আইনমত হয়, তাই লিখে আজই নোটীশটা দেওয়া চাই

সাধু ত বেশ, আমি কোর্টে গিয়েই নোটীশ লিখে দেব

মাখন একটা কথা বলছিলেম কি দুলালচাঁদ বাবু, তর্ক চূড়ামণির দরুণ যায়গাটা খালি হ'লে আমার হাতে একটী প্রজা আছে, আমার প্রেসম্যানের ভাই, একটী হোটেল করতে চায়, ও অঞ্চল হ'লেই তার সুবিধা হয়, আমাদেরও তাতে সুবিধা আছে, ব্যায়রাম স্যায়রাম নিত্যি আছে, ডাক্তারের ব্যবস্থামতে সুরুয়া খেতেই হয়, জিনিষটা ঠিক পাওয়া যাবে; বিশেষ সে এগ্রিমেণ্ট লেখাপড়া করে দেবে, কেরোসিনের বাতি জ্বালাবে না, কয়লার জাল ব্যবহার করবে না, খাঁটি হিন্দুমতে বোক্‌নোয করে গঙ্গাজলে ফাউলকারি তোয়ের করবে

দুলাল বেশ, সে যদি হিন্দুমতে ইংরিজি হোটেল করে, তাহলে সেতো একজন দেশহিতৈষী, তাকে যায়গা দেওয়াতো আমার কর্ত্তব্য কার্য্য

মাখন দেখেছ, দেখেছ সাধুবাবু, দুলালচাঁদ বাবুর (Duty) ডিউটী বোধটা একবার দেখেছ, কি (Uprightment) অপ্‌রাইটমেণ্ট, কি (Straightforwardity) ষ্ট্রেট্‌ফর্‌ওয়ার্ডিটী; এরি নাম (Moral class book courage) মর‍্যাল্ ক্লাস্ বুক্ কারেজ্, এরেই বলে (Spirit) স্পিরিট্, এরেই বলে (Alcohol) অ্যাল্‌কোহল্

দুলাল এই নাও, মাখন বাবু আবার কতকগুলো বাজে

বং। আরম্ভ কল্লে ; দে'খ এই নিয়ে যেন তোমার কাগজে একটা (Article) আর্টিকল্ লিখে বসো না।

মাখন দেখুন দুলালচাঁদ বাবু, লোকে যা বলে বলুক, আমি কখন খোষামোদ করিনে, কাগজওয়ালাদের মধ্যে অর্থাৎ (Editorial Fatality) এডিটোরিয়াল্ ফেটালিটীর মধ্যে আমার মত (Braverousness) ব্রেভারসনেস্ খুব কম এডিটরের আছে, এ কথা আমি জাঁক্ করে বলতে পারি ; আপনি যখন সুখ্যাতির কাজ করেন তখন তা (As an Editor) অ্যাজ্ অ্যান্ এডিটর্, আমার অবশ্য কর্ত্তব্য (Interjective duty) ইণ্টার্জেক্টিভ্ ডিউটি মনে করে লিখি আপনি বড় লোক বলে আপনাকে ভয় করে আমি যখন (Right) রাইট্ বুঝ্‌বো, তখন যে আপনার সুখ্যাতি লিখ্‌তে ছাড়ব, তা (Don't do in your mind) ডোন্' ডু ইন্ ইওর্ মাইণ্ড, কখনই মনে কর্‌বেন না।

দুলাল। তা বলে সে বিষয়টা আমি অত গোপন রাখবার চেষ্টা কল্লেম, আর তোমার ছাপিয়ে প্রকাশ করে দেওয়াটা কি ভাল হয়েছে ?

মাখন (What property) হোয়াট্ প্রপার্টী, কোন্ বিষয় ?

দুলাল সেই যে, একটি বিধবাকে আমি লুকিয়ে ফণ্ড থেকে পাঁচটী টাকা দান কল্লেম, তারপর যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, পই পই করে মানা করে দিয়েছি, যেন এ কথা না প্রকাশ করে, আর তুমি একেবারে আমার নাম দিয়ে তোমার বাঙ্গালা কাগজে ছাপিয়ে দিলে ? শুধু তাই নয়, আবার তাতে আমার নামের আগে মহারাজ পর্য্যন্ত যুড়ে দিয়েছিলে

মাখন সে কাজটা আমার নয়, (Printer's Devil) প্রিণ্টার্স ডেভিল, ছাপাখানার ভূতের, ভূতে যদি আপনাকে মহারাজ বলে, আমি তার জন্য দায়ী নয়, আমি অমন Flattery ফ্লাটারী নই, আমায় খোষামুদে বলবার যো নেই

সাধু হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কাগজে কেউ ওঁর বিষয়ে লিখলেই বাবু চটে যান; ইংরিজি কাগজে কে কোথায় সব (Correspondence) করেসপণ্ডেন্স লেখে, উনি আমারেই ধরে বসেন; ও (Truth) ট্রুথও আমি, (One disinterested) ওয়ান্ ডিস্ইণ্টারেষ্টেডও আমি, (Veritus) ভেরিটস্‌ও আমি, (Pro Bono Publico) প্রো বোনো পব্লিকও আমি; যেন আমি ছাড়া আর কেউ ইংরিজি লিখতে জানেনা; কার মুখ আমি বন্ধ করবেন, আপনি দেশের জন্যে যে রকম লেগেছেন, তাতে ভারতমাতা একবারে থরহরি কম্প, চারিদিকে যশের জগঝম্প বাজছে, চেপে রাখবার যো কি

মাখন বলুন, এই যে মহা মহা পণ্ডিতেরা হিঁদুমতে সাহেব হওয়ার পক্ষে মত দিচ্ছে, তাও আপনার খোসামোদ করে ?

(তিনকড়ির প্রবেশ।)

তিন হ্যাঁ বাবা, তোমরা নাকি সব বিলেত যাবে ঠিক করেছ ?

দুলাল। ঠিক কি তিনুমামা! এই চল্লেম আর কি, তবে আমরা যার তার মত যাচ্ছিনে, আমরা আসল হিন্দুমতে বিলাতে যাব

তিন। তা যাবে বৈ কি বাবা, যাবে বৈ কি। তোমরা কি

বাবা যে সে ছেলে, একটা কিছু বিদ্‌ঘুটে রকম করবেই করবে, তা আমি জানি, তা বাবা, এ শাস্ত্রমত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

দুলাল তা আর হয়নি, বড় বড় পণ্ডিতরা সব পুঁথি বেচে বেচে ব্যবস্থা দিয়েছে

তিন কি যোগাড়, কি যোগাড়! হাঁ বাবা, তা কত খরচ পড়লো?

মাখন কিসের খরচ?

তিন এই ব্যবস্থা নেবার, আর কিসের।

দুলাল ব্যা ব্যা ব্যা ব্যবস্থার খরচ, সে সে সে সে আবার কি?

তিন। এই দক্ষিণে গো দক্ষিণে, যাকে এখন ফি বলে, এই যেমন উকীলকে ফি দিয়ে ওপিনিয়ন নেয়, তেমনি ভট্টাচার্য্যের কাছে ব্যবস্থা নেবার ফি চাইতে

সাধু তিনু মামার সকল কথায় ঠাট্টা

তিন। না বাবা ঠাট্টা নয়, আমারও এইখানে একটু গরজ আছে; জানতো আমার ভাঁড়ে মা ভবানী, মোটা দক্ষিণে টক্ষিণে ঝাড়বার যোত্র নেই, তোমাদের ঐ বিলেতের ব্যবস্থার উপর একটা ফাউ ব্যবস্থা আমায় দিইয়ে যাওনা বাবা।

দুলাল তোমার আবার কিসের ব্যবস্থা চাই, গাঁজার নাকি?

তিন না না, সেতো সকল ব্যবস্থার গোড়াতেই আছে; আমার এই গোস্বামীমতে পাঁঠা খাবার ব্যবস্থাটা করে দিয়ে যাও গোঁসাইয়ের সেবক হয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি, জগতের মহা সুখাদ্য পাঁঠা, ফুল-তিলকের আমি উদরস্থ করতে পাইনা।

দুলাল। দূর পাগল তাকি হয়

তিন কেন বাবা, হিঁদুমতে সাহেব হওয়া যায়, আর বোষ্টমীমতে পাঁঠা খাওয়া যায় না? আমি দিব্বি মোটা মোটা তুলসীগাছ কেটে হাড়িকাঠ তোয়ের করবো, বলিদানের বদলে অজবাজকে বানিয়ে নেব

দুলাল যাও যাও মামা, এ সব (Serious) সিরিয়স্ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করোনা গাঁজাখোর বামুন, শাস্ত্র ফাস্ত্র জাননা, মিছে বক কেন? বেদে কি লেখা আছে জান?

তিন খুব জানি, স্পষ্ট লেখা আছে, যে বিলেতে না গেলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়। ব্রহ্মাঠাকুর ব্যবস্থা লিখেই নিজে যাবার জন্যে জাহাজ যুতেছিলেন, তারপর যখন বাবা শুনলেন, বিলেতে গাঁজার তেমন সুবিধে নাই, তখন যাত্রা রহিত কল্লেন।

মাখন বেদ না জান, মহাভারতটো পড়েছ, মহাভারতের ভিতর সমুদ্রযাত্রার ঢের প্রমাণ আছে, মহাভারত মানবো না?

তিন মানবে বৈকি যাদু, মানবে না মাখনলাল! কিন্তু মহাভারতে দ্রৌপদীর পাঁচটী পতির কথা আছে, আর তাঁর শ্বশুরদেরও জন্মের বিষয় কি কি সব লেখা আছে, সেটার বিষয় কি রকম ঠাওরাচ্ছ?

মাখন ও সব মিছে কথা

তিন মিছে কথা কেন বাবা? গোপিনী হরণটার বেলা মেনে নেবে, আর গোবর্দ্ধন ধারণের বেলা পেছোবে? গরজ বুঝে শাস্ত্রের একটা কথা সত্যি একটা কথা মিথ্যে।

মাখন কি জান তিনুমামা——

দুলাল। মাখনবাবু তুমি থাম, আমি বলছি, গাঁজা খেয়ে

তিনুমামা সব ভুলে টুলে গেছে, ও শাস্ত্র টাস্ত্র এখন বুঝবে না, বিশেষতঃ ইংরাজীতে বেদ টেদের যে সব (Translation) ট্রান্স-লেসন্ হয়েছে সে সব ওঁর ত চ দেখা শুনা নেই; আমি একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ঠিক হিঁদুমতে বিলাত যাওয়া যায় তাতে দোষ কি?

তিন কি রকম, নামাবলীর পেণ্টুলেন্ পরে?

দুলাল ঠাট্টা রাখ, মনে কর যদি আলাদা জাহাজ ভাড়া করে, সঙ্গে বামন, হিঁদু চাকর টাকর, খাবার টাবার সংগে নিয়ে লোকে বিলাত যায়, তা হলে?

তিন তাহলে যখন সাত মণ তেলও পুড়বে, রাধাও তখন সেঁইয়া সেরি করে আসবে নাব্‌বেন; কিন্তু বাবা অত পয়সা কার আছে? আমাদের অনেকেরই যে গঙ্গা পার হবার আধলার অকুলন

দুলাল কি, আমি মনে করলে এখনি ঐ রকম করে বিলাত যেতে পারি, দেখি কে আপত্তি করে

তিন বিলেত কেন বাবা, তুমি মনে কল্লে উচ্ছন্ন পর্য্যন্ত যেতে পার যে, তার উপর কথা কবে এমন কার বাবার মাথার উপর মাথা আছে; কিন্তু সকলেরতো আর তোমার মতন অাঁট্‌কে বাঁধন নেই

সাধু সমুদ্র যাত্রা না করলে, নানাবিধ দেশ না দেখলে মনের উন্নতি হয় না

তিন ভারতবর্ষের ভিতর বোধ হয় বরানগর, হাওড়া, দমদমা, বালিগঞ্জ এই এক রাজার দেশ থেকে অন্য রাজার দেশ, সকলগুলিই মশায়ের দেখা হয়েছে, এখন বাকি খালি বিলাত

সাধু ভারতবর্ষে আবার দেখবা'র আছে কি? ভারত বর্ষ কি আবার একটা দেশ, এই ভারত উদ্ধার করবার জন্যইতো আমরা বিলেত যেতে চাচ্ছি

তিন চৌদ্দপুরুষ উদ্ধারের জন্যেতো বাবা গয়ায় গিয়ে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডি দিতে হয়, বিলেতে গিয়ে বাবা ভারতের পিণ্ডিটা কার পাদপদ্মে দেবে

মাখন যখন বিলেত থেকে ভারত উদ্ধার করে ফিরে আসবো, তখন টের পাবে, কি পিণ্ডি কার পাদপদ্মে দিয়েছি। স্বাধীনতা কাকে বলে তাতো জানন? খালি দাসত্ব করতে শিখেছ; এই যে ভারতবাসীরা বড় বড় চাকরী পায়না, দেখ দেখি তা'র একটা উপায় করে আসতে পারি কি না?

তিন এ কথার আর আমার উত্তর নেই, চাকরী না করলে কি স্বাধীনতা বজায় থাকে

দুলাল আচ্ছা রেখে দাও, চাকরীকে নেই স্বাধীনতা বল্লে; যদি জাহাজে করে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জারমানী, আমেরিকা, এ সব যায়গায় না যাওয়া যায়, তাহলে বাণিজ্যের উন্নতি করা যাবে কি প্রকারে? বৈদেশিক বাণিজ্য ভিন্ন কখনও জাতীয় উন্নতি হতে পারে না

তিন। দেশে যে বাবা এমন কিছু বাণিজ্যের ফ্যাসাও করে বসেছ, তাতো কৈ দেখতে পাচ্ছিনে, উন্নতিতো পরে করবে, স্বরুটা এখান থেকে করে নমুনা দেখাওনা কেন? এই যে পুরুষানুক্রমে বেশতের রক্ত, আর ক্যাওনোট, আর কোম্পানীর কাগজের সুদে দেহখানা পুষ্ট কচ্ছ, অপাত্রে দানের ভয়ে মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্তওতো বন্ধ করা হয়েছে।

উভয়ে Hear Hear!

তিন জমিয়েছতো বিস্তর, কিছু ভাঙ্গিয়ে কেন ব্যবসা বাণিজ্য করনা, তিনি ভুবি ঘাটা অসত্য হয়, কে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছে বাবা, কলকজা করনা, বিলেত থেকে, মার্কিন থেকে কাপড়ের, কাগজের, ছুরি কাঁচির কল আনাও, আপা ততঃ না হয় ইংরেজ চাকর রেখে চালাও, ক্রমে শিখে নিও

মাখন সাহেবের কাছে শেখা!

সাধু Never! Never!

তিন হালফিলই বা কোন্ কম্পাস ধরে জাহাজ চালাতে পাচ্ছ, সেওতো গোরা কাপ্তেনকে মুরুব্বি ধরতে হবে; ত্যাং বোঁটদেরই বা একেবারে কালাপানির জল খাইয়ে শ্রীমন্ত সওদাগর না হয় নাই সাজালে? তোমার নবরত্নেতো আট্‌কুটের অভাব নেই, জাহাজে চড়িয়ে তাঁদের বাণিজ্য করাতেতো বিস্তর খরচ পড়বে; আপাততঃ দু একশ টাকা দাদন দিয়ে পাল্পী করে বৈদ্যবাটীর হাটে পাঠিয়ে দেও দেখি, সেখান থেকে কাহন দশকাহন বেগুন, দশ বিশ কাঁদি কলা পাঠিয়ে কেমন কেরামতি দেখান দেখা যাক; দশ বিশ টাকার চাকরীর উমেদারীতেওতো ঘুরেন, এতেই বা কোন্ তা না পোষাবে

মাখন কি চাষাভুষোর কাজ করবো? পোস্তার আলু বেগুনওয়ালা হবো? (Downright degradation) ডাউন্ রাইট্ ডিগ্রেডেসন।

তিন না (Upright elevation) অপ্‌রাইট্ এলিভেসন চাই, একেবারে এও্ কে না হলে আর চলছে না? সাদা কথা বলন বাবা, সাহেব হতেই হবে, তবে মেয়েটা আসটার

বিয়েও আছে, পুঁজি ভোজনের লুচি খাবার লোভও ছাড়তে পাচ্ছেনা, তাই এই শাস্ত্র বাণিজ্যি হ্যান্ ত্যান্ একটা ঢং তুলেছে বাবা, আমাদের এই বাবুদের বিদ্যাবুদ্ধি সব বুঝে নেওয়া গেছে,—"দাসত্বং পরাবেদা, দাসত্বং পরাক্ষরা, দাসত্বং পরামুক্তি, দাসত্বং পরা গতি" এইতো হলো তোমাদের ইষ্টমন্ত্র, এইরূপ করতে করতে গঙ্গাযাত্রাটা হলেই ঢের হলো, আর সমুদ্র যাত্রায় কাজ নেই

সাধু কৈ সমুদ্র যাবার ব্যবস্থা চলে যাক দেখি, দেখাচ্ছি কেমন আমরা বাণিজ্য করতে না পারি

তিন ঢের দেখেছি, সমুদ্র যাত্রাও আমার বাকি নেই একবার গাঁজার খেয়ালে বিবাগী হয়ে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যাওয়া গেছলো, চিনেম্যান, বর্ম্মা, সুরতি মুসলমান, আরমানি সাহেব সব কারবারি, সব দোকান সাজিয়ে বসে আছে। নোয়া-খালি, চাটগাঁ অঞ্চলের অসভ্য বাঙ্গালীরাও দুধটা দৈটারও কারবার করে থাকে, আর আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের সঙ্গে দেখা হয়, মহাশয় এখানে কি করেন? আজ্ঞে পোষ্ট আফিসে বর্ম্মা বরি, মহাশয় আজ্ঞে আমি রেলওয়েতে আছি; মহাশয় আজ্ঞে আমি একজন সওদাগরের তরফে কাঠ চালান দিয়ে থাকি বাবুদের মধ্যে জনকয়েক বাবু আছেন কথার বাণিজ্য করে থাকেন, শামলা মাথায় দিয়ে উকীলি (Present company always excepted) প্রেজেণ্ট কম্পানী অল্ওয়েজ্ এক্সেপ্টেড্, মাফ কর সাধু বাবাজী

দুলাল। আরে পাগল বিলাত গেলে যে সাহেবদের সংসর্গে বাণিজ্যে প্রবৃত্তি জন্মাবে

তিন কৈ বাবা নমুনাযতো আজ পর্য্যন্ত তার কিছু

পাওয়া যায়নি; সংসর্গ গুণে অনেক প্রবৃত্তি জন্মেছে, কিন্তু মহাজনি প্রবৃত্তি তো দেখা পাইনে দেখ, যা করবে ক্রমে ক্রমে ক'র, একেবারে বাড়াবাড়ি কিছু নয়, তোমরাও শাস্ত্রের দোহাই দিচ্ছ, আমিও শাস্ত্র কোট করছি দেখ

উভয়ে (Quote) কোট কর, (Quote) কোট কর

তিন রামায়ণে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের কথা তো জান? সাগর পারে সীতার অন্বেষণ করতে হবে, কে যায়—বাঁদর কুল তিলক হনুমান কি ক'রে যাওয়া হয়, না একেবারে লম্ফ প্রদানে। বাঁদরে বুদ্ধি, লাফ দিলেন, সাগর পারে গেলেন, সীতার খবর আনলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখটীও পুড়িয়ে এলেন একেবারে লাফ দেবার গুণ দেখ; আর দেব বুদ্ধি রামচন্দ্র ব্যবস্থা করলেন যে আস্তে আস্তে সাঁকোটী বেঁধে ভদ্রলোকের মতন পার হও লঙ্কা জয়, রাবণ বধ, সীতার উদ্ধার; তারপর যে যার ঘরের ছেলে সোণারচাঁদের মতন ডঙ্কা বাজিয়ে ঘরে ফিরে এল, তাই বলি একেবারে লাফ মেরো না

সাধু সুধু দিশি বাণিজ্যেতে ভাল রকম লক্ষ্মী শ্রী হয় না, দেশের ধন বৃদ্ধি করা চাই

তিন এই এক কথা শিখেছ কিনা, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" ভাল, তার পরের কথাটা জানা আছে কি? "তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—আচ্ছা লক্ষ্মীর একবারে কোটা বালাখানা করতে না পার, নেহাত হালফিল একখানা আটচালা মতন করে দাওনা বাবা। কৃষিকর্ম্মেতো বাণিজ্যের অর্দ্ধেক ফল, তা চাষবাস কর না কেন। দেশ যুড়ে মাঠ পড়ে আছে, তাতো আর বিলেত থেকে মাথায় করে আনতে হবে না?

ছুলাল এইবার মামা ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে, আপনার ফাঁদে আপনি পড়েছে

মাখন Trap in his own catch.

ছুলাল বিলাত না গেলে, ভাল রকম বৈজ্ঞানিক চাষবাস শেখা যাবে কোত্থেকে ? হাঁ হাঁ বাবা, মামা এর জবাব আর তোমার গাঁজার বুদ্ধিতে কুলুচ্ছে না

তিন বাবা, দেশে থেকে দাঁড়ি টানাটা রপ্ত করনা, তার পর যখন মহামহিম পাঠ লেখবার উপযুক্ত হবে, তখন বিলেত ফিলেত যাবার কথা বোঝা যাবে এইতো বাবা তুমি একজন দিগ্‌গজ জমীদার, একেবারে বিলিতি রকম না হয় নিজের, এলেখাতে পয়লা পয়লা একটু দিশি রকম চাষ আরম্ভ কর্‌ত্তে দেখি, কেমন না ফল হয় দেখা যাক এইতো বাবা বার-মেসে ছুর্ভিক্ষ লেগেই রয়েছে এ বছর কি ? না বৃষ্টি হয়নি, সব শুকিয়ে গেল ; এ বছর কি ? না ভারি জল, সব হেজে গেল ; যত দোষ সেই বুড়ো ব্যাটা ভগবানের উপর চাপান হচ্ছে, কিন্তু আসল কথাটা তলিয়ে একবার কেউ দেখে না

মাখন আসল কথাটা আবার কি ?

তিন বল দেখি, এই যে দেশ শুদ্ধ লোকের খোরাকির ভার কার উপর দিয়ে রাখা হয়েছে ? চালে খড় নেই, বাড়ে মাটি নেই, পরনে কোপ্নী, মাথায় জট, পেটে পিলে জনকতক চাষার উপর।

মাখন চাষার উপর নয়তো কার উপর দিতে হবে ?

সাধু গাঁজাখোরের মতে বুঝি (L L, F. L.) এল, এল, বি, এল, দের লাঙ্গলে যুতে দিতে হবে ?

তিন আগে চাষ ক্‌বতো কারা? আমাদের মতন গৃহস্থরা, বড় বড় জমীদারেরাও নিজের ক্ষেত রাখতে অপমান বোধ করতো না এখন যারা চাষি, তারা আমাদের কাছে মাইনে খেয়ে, খোরাক পেয়ে, লাঙ্গলখানার মুঠ ধরতো বইতো নয়; তাদের সাধ্যি কি যে ধাক্কা সাম্‌লে খরচ করে জমীর পাট ক'রে নিজে আবাদ করে এখন আমরা ইংরেজি পড়েছি, বাবু হয়েছি, সভ্য হয়েছি, স্বাধীন হয়েছি, চাপকান এঁটে আফিস যেতে শিখেছি; তারা ভাঙ্গা লাঙ্গলখানা, আধ মরা বলদটা নিয়ে খিদেয় মরে, জরে কেঁপে যা দুটী চারটী পাচ্ছে কচ্ছে, আর মহাজনের খতে ঢেরা সই দিচ্ছে, এতে দুর্ভিক্ষ হবে নাতো কি ধনে ধানে গাঁচা বোঝাই হবে?

সাধু। তবে মামা, তোমার মত কি ঘরে বসে বসে খালি গাঁজায় দম মারা?

তিন আহা! স্বস্তি স্বস্তি, বাপরে তা যদি করতে পারিস তাহলে আর তোদের ভাবনা কি।

মাখন আচ্ছা তুমি বিলেত যাওয়ার উপর এত চটা কেন?

তিন কৈ, চটার কথাতো কিছু কইনে বাবা; প্রাণে বিশেষ সক থাকে, বা বেশি প্রয়োজন হয়, তুমি যমালয়ে গেলেও আমার আপত্তি নাই, তবে আমার কথাটা হচ্ছে, যে এখনও ঢের কাজ আছে যে দেশে থেকেই করতে পার; আর নিতান্তই যদি যেতে হয়, তার জন্যে এত মিটীং ফিটীং বহ্বাড়ম্বর কেন? পয়সা থাকে, সাহস থাকে, বিদ্যা থাকে, গেলে ভাল হবে বোঝ, সোজা পথ আছে ঢেউ গুণতে গুণতে চলে যাও

দুলাল। হাঁ তারপর ফিরে এলে তোমরা আমাদের এক

ঘরে কব এই আমারই কথা ধর, সমাজে একটা নাম আছে, বংশ মর্য্যাদা আছে, এখন মনে করলে আমি কত লোকের জাত রাখতে পারি নিতে পারি, আমার কি একঘরে হয়ে থাকা পোষায়

তিন বাপ দুলালচাঁদ। ঐ একঘরে সম্বন্ধে আমারও একটা ভারি ধোঁকা আছে, নেশা টেশা জমলে মাথাটা যখন স্থির হয়, তখন এক একবার ভাবি, যে লোকে বিলেত থেকে এলে আমরা তাদের একঘরে করি, না তারা আপনারা একঘরে হয়? বাপ মা শিষ্টশান্ত ছেলেটীকে দিব্যি সাজিয়ে গুজিয়ে টাকার রাশ খরচ করে, দুর্গানাম বোলে ছেলেটীকে বিলেতে পাঠালেন, সখ—যে ছেলে আমার লেখাপড়া শিখে মস্ত লোক হয়ে আসবে ও বাবা, ছেলে একবারে জাহাজ থেকে নামলেন ধুচুনী মাথায় দে গ্যাড্‌ম্যাড্‌ করে ভাত হলো বাস্‌কা বিচি, মোচা হলো কেলাকা ফুল; চলন বলন ঢং ঢাং সব বিপরীত, কাজেই ভেতোবাঙ্গালী বাপ মা কি করে, ভয়ে দোরে খিল দেয়, "শৃঙ্গিণো দশহস্তেন বাজিনো শতহস্তেন, গজেন সহস্র হস্তেন" আর সাহেবের বিশেষত দিশি সাহেবের লক্ষহস্তেন, যত তফাৎ থাকে ততই ভাল

দুলাল কেন? ইদানীং অনেক আমাদের বাঙ্গালীতো বিলাত থেকে এসে দিশি চালে চলছে

তিন। তারা সমাজে মিশেও যাচ্ছে অনেকটা, যাও একটু আধটু খোঁচ আছে সে ঐ আগে গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে বলে; একটা প্রায়শ্চিত্ত ফ্রায়শ্চিত্ত, দুটো একটা হিন্দুমতে ক্রিয়া কাণ্ড করলে সব চুকে যায়, কাল মহিমায় কোন বিষয়েই এখন

তত কড়াকড়ি নাই তোমরা যে হিঁদুমতে যাওয়ার হুজুগ বাদিয়েছ, এতে সত্যি জাত রেখে যার'ও যেতো, তা'রাও পেছোবে; কে বাবা সাক্ষি সাবুদ রেখে কৈফিয়ৎ দেয়, আর হিঁদুয়ানির হাটে যে সব নেড়া গোঁড়া আছেন, লাভে হতে তাঁদের বাহচাল্লিটে বাড়বে

সাধু প্রায়শ্চিত্ত কি জন্যে? পাপ করলেতো প্রায়শ্চিত্ত; লেখাপড়া শিখতে, আপনার উন্নতি, দেশের উন্নতি করতে বিলেত গেছে তাতে আবার পাপ কি? হিঁদুশাস্ত্রের ঐ কতকগুলো ভিটকিলেমি।

তিন। আচ্ছা মনে কর বাবা আমি এক রাত্রে ঘরে ভেউড়ে মেউড়ে আছি, তিন কুলেতো কেউ নেই জানিস, তোরা মায়া বলিস, দয়া করে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এলি, এটা সুকাজ না কুকাজ করলি?

সাধু। তোমার কেন, একটা রাস্তার লোকেরও সৎকার করলে সেটা সুকাজ বলতে হবে

তিন সুকাজ তো, কিন্তু পরে প্রকাশ হলো যে মুখ দিয়ে ছিটে দুই রক্ত উঠেছিল, সুতরাং শাস্ত্রমতে তারও একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এইতো বাবা সুকাজেও প্রায়শ্চিত্ত আছে; এটী আয়ুর্ব্বেদ ধর্ম্মলঙ্ঘনের জন্য, যাকে (Hygienic rule) হাইজিনিক্ রুল্ বল; তেমনি সমাজ-ধর্ম্ম লঙ্ঘনের জন্য একটু সমাজের মান রক্ষা বলি বাবা, তোমাদের ইঙ্গিরি ক্লব ট্লবের রুল ভাঙ্গলে কি জরিমানাটা আসটা দেওনা

দুলাল ওসব বুট ঘুট—শাস্ত্র (Nonsense) ননসেন্স।

তিন কেন গোরা, গোরার মুখ থেকে ইংজিরি করে ব্লেরমনি

বলে; এইতো বাবা সাহেবরা বলেছে আর অমনি উত্তর শিয়রি শোয়ার নিষেধটা মানতে হচ্ছে যারা অনেক দিন বিলেতে ছিল তাদেরই জিজ্ঞাসা কর বাবা শুনতে পাবে, সাহেবদেরও বিস্তর হাঁচি টিকটিকি আছে আর বাবা বুড় ঋষিগুলো এত থামোকা লিখবে কেন, কাগজও সস্তা ছিল না, ছাপাখানাও ছিল না, অর্দ্ধমূল্যে ঝুড়ি ঝুড়ি বৈও বিক্রী হতো না, খবরের কাগজেও সমালোচনা হতো না, (Author) অথব বলে (Belvedere) বেলভেডিয়রে খানা খাবারও নিমন্ত্রণ হতো না, আর স্মৃতি প্রতিতে তত কিছু বেশি রকম বিরহ, প্রেম, দীর্ঘ-নিশ্বাসের ছড়াছড়িও ছিল না, যে ঠাকুরুণরা খাটে শুয়ে পড়তে পড়তে গ্রন্থকারকে নবীন নটবর ঠাওরাবেন, তবে তাদের এত মাথা ঘামাবার কি মাথাব্যথা পড়েছিল?

দুলাল ও যাই বল আমরা বিলাত যাবই যাব।

তিন য বাবা যা, এখনি যা, কে মানা করছে বাপ, কিন্তু ঐ বাহচাল্লিগুলো ছেড়ে দে মাথা খাস এই যে বাবা বাণিজ্য বাণিজ্য বর তুলেছ, যারা যথার্থ বাণিজ্য করে, আমাদের হাট খোলার বেলেঘাটার মহাজনদের কথাই বল, আর মাড়োয়ারি টাডোয়ারিদের কথাই বল, তারা যখন বিলেতে বাণিজ্য করতে যাবার সময় হয়েছে বুঝবে, তখন মিটীংও করবে না, লেকচারও ঝাড়বে না, ঠিক আপনাদের বন্দোবস্ত করবে, চলে যাবে, গোলও করবে না, কাজও হাসিল হবে।

মাখন সে সব তারা ইংরাজী জানে না, সভা সমিতির মানেই বোঝেনা, সভা করে লেকচার টেকচার না দিলে কি কোন কাজ জমে

তিন ওঃ তাই কেন ভেঙ্গে বললা ; অত ঘুরিয়ে নাক দেখাচ্ছ কেন ? সকল বল, তোমাদের একটা হুজুগ চাই। আপাতত অন্য হুজুগ মন্দা পড়ে এসেছে, তাই এইটে নিয়ে খেপেছ, তাহলে বাবা এত মিছে বকে মচ্ছিলেম কেন ? আর একটা কিছু নূতন না পেলে এ আগুনতো তোদের নিবরে না, কর হুজুগ, কর হুজুগ, আমার মৌতাতের সময় হয়েছে চল্লেম

[প্রস্থান।

মাখন। মামা একটা আস্ত পাগল।

সাধু কিন্তু বড় (Impertinent) ইম্পার্টীনেণ্ট, মুখের উপর যা তা বলে

দুলাল কিন্তু লোকটা বড় সাদা, আর ও ছুঁড়া সকল কাজে চোরস্ত, হাপে দাপে আছে

(দেওয়ানজীর প্রবেশ)

দেওয়ানজী বাবুজী, পণ্ডিতজী দপ্তরখানায় বসে আছেন, বল্লেন, বিদেয়ের জন্য বামুনরা সব উপস্থিত হয়েছেন, আপনি একবার আসুন ; আমি গাইটা দুয়ে দিয়ে যাই

দুলাল হাঁ চল চল, এস মাখনবাবু, ব্যবস্থার কাগজ টাগজগুলো বের করে দেবে এস।

মাখন। চলুন

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুলাল বাবুর অন্তঃপুর।

(ন বৌ, নিস্তারিণী ও মেজবৌ)

ন বৌ মাইরি মেজ ঠাকুরঝি জাহাজের নাম শুনে ভাই আমার মাথা ঘুরছে, সেবারে ওঁর সঙ্গে সাঁতরাগাছির রাসসীতে দেখতে গিয়েই আমার যে অসুখ হয়েছিল, এ সাত সমুদ্র তের নদী পার হতে গেলে আমিতো আর বাঁচব না।

নিস্তা ন বোয়ের ন্যাকাপনা দেখে গা জ্বলে যায়, নদা তোকে বলেনি যে আমরা হিঁদুর মতন জাহাজে যাব, দেবতা বামুনের আশীর্ব্বাদে ঢেউ লাগবেনা, জাহাজ দুলবেনা রামায়ণে পড়েছিসতো রামনামের মহিমাতে "শিলা জলে ভেসে যায়, বান্দরে সঙ্গীত গায়" এতো একখানা জাহাজ বই নয়

মে বৌ আমি ভাই ঠাকুরঝি দোল দুলিব ভয় কচ্ছিনে, আমাদের পাড়ার মাঠে চড়ক হতো, বেব আগে ঢের নাগর-দোলায় চড়েছি, দোল খাওযা আমার সওযা আছে, আমি ভাবিছি, জাহাজের কল চালাবেতো সব সাহেবে, পাছে ছোঁয় ছুঁই হয়, তাহলে কি হবে! হাঁ মেজ ঠাকুরঝি, ঠাকুর জামাইতো সব যোগাড় করছে, তার কিছু উপায় ঠাউরেছে?

নিস্তা ওসব তো আর ঠাওরায়নি, উনিতো তাঁর নিজেরই অত নিচ্ছে, তার ওপরতো আমার বড়খামি আছে শুচিবাই; আমায় খুব জানে, আমায় বলে, কাপ্তেন সাহেবকে বলে জাহাজের খানিকটে যায়গা গোবর ছড়া দে টব্বে করে তুলসীগাছ দিয়ে ঘিরে রাখবে, সে গণ্ডীর ভেতর আর কেউ আসতে পারবে না।

(গাহিতে গাহিতে কাঁসারিপিসীর প্রবেশ)

গীত

বিবি হতে চল্লি নাকি ধন্যি মেয়ে তোর ।
বার মহলে শুনে এলো আমাদের ওরা ।
শুনে চম্‌কে ওঠে গাটা, তোদের বুকের বলি পাটা,
পেটে পেটে ছিল কিলো সবার এত পোরা ।
শুনলে যাদের নাম, ওমা গায়ে আসে ঘাম,
ছি ছি রাম রাম রাম ;—
সেই সাহেবের বগল ধরে করবি ফের ঘোরা ॥

নিস্তা কিগো কাঁসারিপিসি অত গরম কেন, হয়েছে কি ?

কাঁ পি হয়েছে কি, নেকি, জানেননা নাকি ওমা কোথায় যাই কারে বলি, এ যে ঘোর কলি মেয়েরা সব একবারে ধিঙ্গি, হবেন ফিরিঙ্গি নাকি জাহাজ চড়ে, ঘাগ্‌রা পরে, মুরগী মেরে, চল্লো সব কালাপানি, ওমা এ সব দেখবার আগে আমার চোখে পড়েনি ছানি যেমন সব ভাতার হয়েছেন ভাল্লুক উল্লুক, মাগ নে চল্লেন মগের মুল্লুক

নিস্তা পিসী আমাদের পাগল, কোথায় কি একটা তুল্লে কিনা গোল আসল কথা জানা নেই, তলিয়ে বোঝা নেই শুনলেন স ড়া, তো নিয়ে পাড়া

কাঁ-পি নে ন থাক থাক, অমনি অমনি ঢেকে রাখ্‌। করিসনেকো বাব্‌ চাতুরি, এখনি ভাঙবো হাটে জারিজুরি

মে-বৌ পিসী, আমাদের কি নাইকো ধরম নাইকো

সবস, না বুঝে না সুঝে কেন মিছে হচ্ছো গরম। যত হ্যায় ভুট ভুট বিদ্যানিধি, বলে দেছে বেদের বিধি সাহেব হলে হিদুঁর মতে, স্বর্গে যায় সোণার রথে টোল খুলে সব পুথি পেড়ে, পুরাণ তন্ত্র নেড়ে চেড়ে, আসল বিদ্যে দেছে ঝেড়ে যেমন সত্যি কালেব— তিথী ছিল বৃন্দাবন আর গয়া কাশী, বিলেত এখন তিথী হল অর্থ বোঝ পিসী লণ্ডনেতে সজ্ঞানেতে যদি গঙ্গা পায়, গোর ফুঁড়ে সব বাতাবাতি গোলোকেতে যায়

সকলে। মরি হায় হায় হায়।

কাঁপি ওমা কি আশ্চয্যি কি আশ্চয্যি! তারা আবার ভস্চায্যি! হিন্দুর তিথী ম্লেচ্ছর রাজ্যি! শাস্তবে বুঝি এই ব্যবস্থা, হতে পারে তোমার ভাতারের পয়সা সস্তা

নিস্তা। হুঁ হুঁ পিসী, আমার দাদার নয়তো এমনি মান, হাত ধরা তাঁর হাতিবাগান হামরাই হয়ে সব ছুট্‌লো লোক, কাকেও কি গিলতে দিলে ঢোক। যার যেমন পদ্যি, তার তেমনি নৈবিদ্যি। আর নিজে গেল নবদ্বীপ, গড় করলে টিপ টিপ। ঝুড়ি ঝুড়ি টাকা ঢাল্‌লে, বস্তা বস্তা ব্যবস্থা এনে বাড়ীতে এঁবো পোস্তা বসিয়ে ফেল্‌লে।

(গাহিতে গাহিতে নাপতিনীর প্রবেশ)

গীত।

টুকটুকে তোর পা দুখানি আল্‌তা পরাই আয়।
চটক দেখে অবাক হবে (সেলো) লোকরে চেয়ে ঠায়॥
আগে চাই যতন পায়ে, সোণা তখন পরবি গায়ে,
পাখানি ধরলে মনে (তবে লো) মুখের পানে চায়॥

সোণেলা আঙুলগুলি, অফুটো চাঁপার কলি,
তুলি করে আলতা দিলে বাহার খুলে যায়;
ঘুরে ফিরে মনচোরা লুটিয়ে পড়ে পায়॥

নবৌ ইস্। আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, নাপতে বোয়ের দেখা পেলেম এখন বড়লোক হয়েছিস আমাদের তো আর মনে পড়ে না

নাপ। কত জান ছলা, দুখিনী অবলা,
নানা কথা বল তাই।
আছি চিরদাসী, চরণ পিয়াসী,
বড় কিসে হনু ভাই?
দুখের পশরা, সদা শিরে ধরা,
বোয়ে বোয়ে হই সারা
দীনভাবে দিন, যায় দিন দিন,
জানিনি বড়র ধারা
আলতা পরাতে, ফিরিতে পাড়াতে,
সারা বেলা যায় চলে।
না জ্বালিতে বাতী, ঘরে আসে পতি,
আলসেতে পড়ি ঢ'লে

নবৌ —বেশ, বেশ, বেশ, ছেড়ে যাই দেশ,
পারতো বরণ পুরে
চরণ রঞ্জন, হলো নিরঞ্জন,
বাহাই চলিল দূরে।

নাপ — বালাই বালাই, শত্রু মুখে ছাই,
থাক ঘর আলো করে

অপরাধি হই, তোমা সবা বই,
তবে ক্ষমা কেবা করে
সিঁতের সিঁদুর, হবে নাকো দূর,
পতি যে অমর বরে
বাড়িবে সোহাগ, নব অনুরাগ,
দাসী খুসী হবে তবে

কাঁপি ওলো খুসখুসুনি, ঝাগা ঘযুণি, তুইতো হবি খুসী, এদিকে ধনিবা যে সব ঘোড়ায় না বসে, ঘোড়ায় লাগাম কসে, চালাবে বিলিতী ঘুষি কাং কি ছিল না কাণে, না গিয়ে-ছিলি কোন্ খানে? শুনিসনি কি সব, পাড়ায় পড়েছে রব চমক লেগেছে পিলেতে, চল্‌লো সব বিলেতে ঘোঁট বসেছে মোড়ে মোড়ে, যাবেন সব জোড়ে জোড়ে ভাতারগুলো বুদ্ধির ঢিবি, মেগেদের করবেন বিবি, তখন কি আর জুতোর ওপর আল্‌তা ঘষে দিবি? এই শোন নাপতিনি, আমি বলে রাখলেম আজ, বাবুনিরা বিবি হবে ফুরুবে তোদের কাজ

নাপ। আই আই মরি লাজে, কাণে যে কেমন বাজে,
এ কথাটা সত্যি নাকি দিদি
বল মোর মাথা খাও, কুল নাকি ছেড়ে যাও,
সাধিবে কি বাদ তবে বিধি
অকূল সাগর পার, কুলমান থাকা ভার,
কুলনারী সেথা কিগো যায়
ধরম সরম ভুলে, মুখের ঘোমটা খুলে,
নারী সেথা মাংস মদ খায়
মরি যেওনা যেওনা, ছি ছি ধরম খেওনা,
ধরে রাখ ঘরে নিজপতি।

পুরুষ পাগল জাতি, নারী ধরমের সাথী,
পতিরে সুমতি দাও সতী ॥
তাপিত নাপিত মেয়ে, মুখ তুলে দেখ চেয়ে,
অন্নে তার দিওনাকো ছাই
নরম নরম পায়, ফোস্‌কা পাছে পড়ে যায়,
জুতো তায় পোরোনাকো ভাই

কাঁ পি হ্যাঁলো ও পরামাণিকের বৌ, তোর মুখে দেখছি, খুব মৌ। যেন দাশুরায়ের চেলা, ছড়া বল্লি মেলা। এদিকে বিবিরে যে জাহাজের জন্যে, হয়েছেন সব হন্যে। মুখে আর ভাত রোচে না, শাড়ীতে আবরু ঘোচে না। আর কি মাথায় দেবেন ঘোম্‌টা, সাহেবের বগল ধরে নাচ্‌বেন বিবিয়ানা খ্যামটা টেবিলে বসে খাবেন খানা, বাগানে করবেন আনাগোনা বাপ্‌ বাপ্‌ বাপ্‌ মেয়েমানুষের এত দাপ্‌, ছুঁলে পাপ, ছুঁলে পাপ। নে নে ছুঁড়ীরা যাবি যখন মানাতো মানবিনে, ভাল কথাতো শুনবিনে সেইতো খোয়াবি ধর্ম্ম, করিস আমার একটা কর্ম্ম। আসবার সময় আমার জন্যে ঐ যে কি মনে পড়েনা বালাই, হ্যাঁ হ্যাঁ আনিস বাক্স কতক দেশালাই।

নিস্তা। নাপ্‌তেবৌ শোন্‌, শোন কাঁসিবিপিসি, আমার ভায়েরা তেমন নয়, যাবে বিলাতে, কিন্তু থাকবে আসল দিশি ওগো কত ধর্ম্মে মন কত্ত ধর্ম্মে মন, যেন সব ক্ষেত সনাতন থাকবে সব পুরো হিন্দু জাত যাবে না এক বিন্দু কেমন মেজবৌ আমি যা বলছি সত্যি কি না তাই ?

মে-বৌ। তা আবার জিজ্ঞেস্ করছো ভাই, যা বল্লে তা ঠিক ঠিক ঠিক, আমি চেয়েছিলেম নেক্‌লেশ্‌, বল্লে নানা ধর্ম্ম

যাবে পরতে হবে টিক্‌, ধর্ম্মের বেলা এঁদের জ্ঞান থাকে না দিগ্বিদিক্‌।

কাঁপি আচ্ছা তোদের কাছে তোদের ধর্ম্ম, কিন্তু জাহাজে চড়া কি মেয়ে মানুষের কর্ম্ম ? জাহাজ হেলবে দুলবে টলবে, কার গায়ে কে ঢলবে, লোকে শুনলে কি বলবে, কে কত কথা তুলবে তা কি প্রাণে সয়, গোল উঠবে রাজ্যিময়

নাপ ছি ছি লাজের কথা, তা কি হয়, তা কি হয়।

বৌদ্বয় আমাদেরও ঐটুকু ভয়, ঐটুকু ভয়

কুলনারীগণ — গীত

কেমন কেমন মরি করবে গা।
কেমনে লো কুলনারী দেব জাহাজে পা॥
নাগর সাগরে যায়, সবে সাথে নিতে চায়,
সক থাকে যার যাক সে ভেসে, আমরা যাবনা।
তরী নাকি ভারি দোলে, কার গায়ে কে পড়ে ঢলে,
লাজে যে যাব মরে, আমার সবেনা লো তা—
অবাক হয়েছি শুনে, সই সরেনা রা

তৃতীয় দৃশ্য।

হুলাঙ্গী বাবুর সদর বাটীর প্রাঙ্গণ।

(ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ।)

প্র, ভ ও সার্ব্বভৌম! এবারে আবার কি বন্দোবস্ত ? চিরকালতো আসি আর বিদেয় লয়ে যাই, এ খামোক খামোকা অপেক্ষা করিয়ে রাখলে কেন ?

সার্ব্ব। বড লোকের বাড়ী ঠিকেনা কি, বোধ হয় বিদেয়ের পূর্ব্বে কিছু ফলাহারের আয়োজন আছে

দ্বি, ভ তোমার মুণ্ড আহারের আয়োজন আছে, সার্ব্ব ভৌম কি বাতুল হলে নাকি? বৃথা কতকগুলো প্রলাপ বকছো, এখন সব নব্য বাবুরা কর্ত্তা, ফলাহার দূরে থাক, বিদেয়ের পরি বর্ত্তে প্রহার না দিলেই রক্ষা।

প্র, ভ প্রহার, সেকি! ব্রাহ্মণ সন্তানকে বাটীর মধ্যে প্রহার। এমনটা হতে পারে না, অবশ্যই পূজার বিদেয় পাব; আমার প্রপিতামহ থেকে এঁদের খাতায় নাম লেখান রয়েছে।

(দেওয়ানজীর প্রবেশ।)

দেও। আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, আর আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা সব কোথায়?

সার্ব্ব। ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের অভাব নাই, তবে দেওয়ানজী মহাশয়ের উপস্থিতি অভাবেই সকলে মহা ভাবিত হয়ে, কেহ কেহ দ্বারদেশে, কেহ কেহ প্রাঙ্গণে, এইরূপ নানা স্থানে অবস্থান কচ্ছেন; এক্ষণে আপনার উদয় হলো, আমাদের যথাযোগ্য বিদেয় পেলেই আপনাকে ও বাবুজীকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে যাই

দেও। এবার অদ্দ সুধু আমার একলার হাত নয়, বাবু আসছেন, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সকলকে বিদেয় করবেন।

সকলে কারণ—কারণ?

দেও। কারণ অবশ্যই আছে, কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম

সার্ব্ব উত্তম-উত্তম, যজ্ঞেশ্বর যখন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে—

স্বহস্তে ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করবেন, তখন অবশ্যই কোন বিশেষ রূপ বিদেয়ের বন্দোবস্ত আছে, সে পক্ষে সন্দেহ এব নাস্তি।

(দুলালচাঁদ ও পণ্ডিতজীর প্রবেশ।)

পণ্ডিত (See see my Babu, all B ahmin mouth open, stand have) সি সি মাই বাবু, অল ব্রামিন্ মাউৎ ওপন্, ষ্ট্যাণ্ড হ্যাভ, সব বামুন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে

দুলাল। পণ্ডিতজী এখন যা বলতে হয় এঁদের বলুন।

পণ্ডিত (You tell that good show) ইউ টেল দ্যাট গুড সো, তুমি বল্লেই ভাল দেখাবে (I as nothing know) আই এ্যাজ নাথিং নো, আমি যেন কিছু জানিনে

সকলে জয় হোক, বাবুজীকে আশীর্ব্বাদ করি যেন অজর অমর হন

প্র, ভ আহা, দেখ একবার বাবুজীর কি রূপ!

চ, ভ মরি মরি যেন কর্ত্তার ছাঁচে ঢেলে গড়েছে!

দ্বি, ভ। কি গজেন্দ্র বিনিন্দিত নধর গঠন!

সার্ব্ব। দেওয়ানজীর প্রমুখাৎ শ্রুত হলেম, যে এবার বাবুজী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আমাদের সম্মান রক্ষা করবেন ভালই হয়েছে, উত্তমই হয়েছে, আপনার পিতৃ পিতামহেরা অতি সুবন্দোবস্তই করে গেছেন, আপনা হতে তা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত আমরা প্রত্যাশা করি

দুলাল বাবাদের আমলে যা ছিল তা ছিল, আমি এখন সে সব রাখছিনে, (Will) উইলে কর্ত্তাকর্ত্তারা বার্ষিক দেবার কথা আছে, দিতেই হবে, কিন্তু তোমাদের আমার একটী কাজ আগে করতে হবে।

সার্ব্ব শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডকরণ, একোদ্দিষ্ট আপনার যা করতে বলবেন আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি, কি বল তর্কবাচস্পতি ?

দ্বি, ভ নিজ হস্তে খোলা কেটে।

দুলাল তা নয়, তা নয়, সকলকে এক একটা সই করতে হবে।

সার্ব্ব এ আর কি, এ আর কি, সুধু সই বই তো নয়, প্রয়োজন হয়, অনুমতি হলে আপনাকে জলদৈ পর্য্যন্ত করতে অসম্মত নহি

দুলাল না না, আমাদের সমুদ্র যাত্রা করতে হবে, তার একটা ব্যবস্থা চাই।

সার্ব্ব এতো পড়েই রয়েছে, এর আর ব্যবস্থা কি ? যখন তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধওলাদের অন্তিমকালে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা আছে, তখন দানসাগর শ্রাদ্ধওলাদের চরমকালে যে সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা হবে তার আর সন্দেহ কি ?

দুলাল তা নয়, তা নয়, সমুদ্র গমনের ব্যবস্থা

সার্ব্ব। নন নন, যার ব্যবস্থা প্রয়োজন নন, আর ব্যবস্থার রাজা ঐতো স্বয়ং পণ্ডিতজী উপস্থিত রয়েছেন।

পণ্ডিত সবাইকে বলুন (Who who sign arrangement letter) হু হু সাইন্ এ্যারেঞ্জমেন্ট্ লেটার ; যে যে ব্যবস্থাপত্রে সই করবে, (He he get farewell) হি হি গেট্ ফেয়ারওয়েল্, সেই সেই বিদেয় পাবে।

দুলাল পণ্ডিতজী কি বলছেন সবাই শুনছো একটা ব্যবস্থাপত্রে সই করতে হবে, বিলাত যাবার ব্যবস্থাপত্র

সার্ব্ব। আপনি কি ব্যবস্থাপত্রে, সই করে দিচ্ছি, বিলাতে পাঠিয়ে দিন, সেখানে ডাক যায়তো

পণ্ডিত (Eye finger give, shut up tell) আই ফিঙ্গার গিভ্, সট্ অপ্ টেল্; চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে বলুন, নইলে এরা বুঝতে পারবেনা

দুলাল কথাটা হচ্ছে কি, আমরা হিঁদুমতে বিলাত যাব, তোমাদের ব্যবস্থা দিতে হবে তাতে কোন দোষ নাই

সার্ব্ব। কঠিন সমস্যা, কঠিন সমস্যা। কৈ আমি গঙ্গাস্তবের ভিতর তারতো কোন উল্লেখ দেখি না!

তৃ, ভ। মনসাপূজার মন্ত্রেওতো কৈ বিলাত এমন কোন কথাই নাই।

দ্বি, ভ কি মনসাপূজা গঙ্গাস্তব বলছো, সমস্ত ব্রতমালা আমার কণ্ঠাগ্রে, তার মধ্যেতো বিলাত শব্দই প্রয়োগ নাই

পণ্ডিত (Tell) টেল্, বেদে (have) হ্যাভ্, মনুতে (have) হ্যাভ্

দুলাল বেদে আছে, মনুতে আছে, মনুকে চেন তো? একজন ভারি খোট্টা পণ্ডিত ছিল

সার্ব্ব সে খোট্টা ফোট্টার কথা আমরা শ্রবণ করতে চাইনে, কি রকম, বিলাত যাত্রা, কি ব্যবস্থা, আমাদের সব ভেঙ্গেচুরে বলুন

পণ্ডিত (Yes, break break and tell) ইয়েস্, ব্রেক্ ব্রেক্ এণ্ড টেল্, ভেঙ্গেচুরেই বল।

দুলাল বলি বেদ কটা ছিল তাও জান?

সার্ব্ব। স্থিরোভব, স্থিরোভব, এক চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চোরে বেদ, হাঁ চারটী বেদ ছিল

দুলাল সেই বেদে আর মনুতে আর—আর—আর—

পণ্ডিত শ্রুতিতে ·

দুলাল হাঁ হাঁ স্মৃতিতে লেখা আছে যে বিলাত যাওয়ায় কোন পাপ নাই বেদব্যাস, কালিদাস, ভীষ্মদ্রোণ, ভীমার্জ্জুন, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, ধৃতরাষ্ট্র এরা সবাই বিলাত গিয়েছিলেন

সার্ব্ব বিলাত তো সাগর পারে, তা হনুমানতো সেই-খানে গমন করেছিলেন, তা বাবুজী কি সেই পথ অবলম্বন কর বেন মনস্থ করেছেন ?

সকলে সাধু সাধু !

দুলাল হাঁ, কিন্তু আমরা জাহাজ চড়ে যাব, বিলাতের আসল নাম হচ্ছে লণ্ডন, তাতো জান

সার্ব্ব সম্ভব সম্ভব, ভাল ভাল হাত লণ্ঠনতো সব সেই খান থেকেই আমদানী হয় ?

দুলাল পণ্ডিতজী সেই কথাটা আপনি বলুন, আমার ভাল মনে আসছে না

পণ্ডিত (Very good very good, I tell I tell) ভেরি গুড্ ভেরি গুড্, আই টেল্ আই টেল্, কি জান সর্ব্বভৌম সেবারে এসিয়াটীক্ সুসাইটীর মিটিঙে বিলাতের বড় বড় সাহেব ভট্টাচার্য্যেরা প্রতিপন্ন করেছে যে ঐ লণ্ডন যাকে তোমরা বিলাত বল, সেইখানেই বাল্মীকি মুনির তপোবন ছিল, সীতাকে রামচন্দ্র সেইখানেই বনবাস দিয়েছিলেন

সকলে কিরূপ ? কিরূপ ?

পণ্ডিত লণ্ডন হচ্ছে (Thames) টেম্‌স্ নদীর তীরে, আর বাল্মীকির তপোবনতো জানই তমসা নদীর তীরে ছিল, তখনকার তমসাকে এখন (Thames) টেম্‌স্ বলে

সার্ব্ব। সম্ভব, সম্ভব, কিম্বিন্ধা যে ঐখানটা বরাবর—তার আর সন্দেহ এব নাস্তি

পণ্ডিত আমাদের বাবুজী সেই বিলেত যাবেন, তোমাদের সেই ব্যবস্থাপত্রে সই দিতে হবে, যে বিলেত যাওয়া শাস্ত্রসঙ্গত।

সকলে কি বল সার্ব্বভৌম? কি বল তর্কচঞ্চু?

পণ্ডিত (Tell sign no give farewell no get) টেল্, সাইন্ নো গিভ্, ফেয়ারওয়েল নো গেট্, সই না দিলে বিদেয় পাবে না (Annual stop) অ্যানুএল ষ্টপ্, বার্ষিক বন্দ

দুলাল ও গুজ গুজ কচ্ছো কি সব? আমার কাছে সাফ কথা, সইটী দাও বার্ষিক নাও বিদায় নাও, না হয় আমার বাড়ী এই পর্য্যন্ত

সার্ব্ব ও তর্কচঞ্চু, বিদায় যে একেবারে বন্দর কথা বলছে

তু, ভ তাইতো তাইতো

সার্ব্ব এ বিষয়ে শুভঙ্কর কি লিখেছেন বাসায় গিয়ে একবার পুঁথীখানা দেখবার আবশ্যক করে না? আর বার্ষিকতো আমাদের বহুকাল হতে প্র পার মধ্যে হয়ে গেছে; এ ব্যবস্থার জন্য অন্য দক্ষিণার কিরূপ বন্দোবস্ত হয়েছে?

পণ্ডিত (That my burden tel a give) দ্যাট্ মাই বর্-ডেন্ টেল্ এ গিভ্, সেটা আমার ভার বলে দিন

দুলাল সে পণ্ডিতজীর কাছে একেবারে ধরে দেওয়া হয়েছে, উনি যাকে যা ভাল বুঝবেন তাই দেবেন; এখন সই করবে কিনা বল? আমার আর মিথ্যে বকবার সময় নাই

তু, ভ ও সার্ব্বভৌম আর কচকিচিতে কাজ নাই, যে যাবার উচ্ছন্ন যাবে আমাদের কি, এইতো আমাদের মত ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের অন্ন মারা যেতে বসেছে, যা কিছু পাওনা গণ্ডা হয় ছাড কেন, দাও এক একটা আঁচড়ে, আর শাস্ত্রেও তো আছে, "যস্মিন্ দেশে যদাচার" দেশ বুঝে আচার করবে। কৈ নিয়ে আসুন বাবু, কোথায় আপনার পত্র, আমরা সকলে সই করতে প্রস্তুত, কেমন গো সকলে—

সকলে হাঁ—না—হাঁ, না, হাঁ তা অবিশ্যি তা তা—হাঁ, না।

সার্ব্ব। নেও তর্কচঞ্চু তুমিই আগে।

তৃ, চ। আরে কও কি সার্ব্বভৌম? তুমি থাকতে, তুমি থাকতে, না হয় বিদ্যে ফুটফুটই করনা

চ, ভ আরে বল ঐ ন্যায় কচকচিকে

সার্ব্ব রেখে দাও তোমাদের গণ্ডগোল, এস, কোথা পত্র, কৈ?

দুলাল দেওয়ানজি!

দেও আজ্ঞা, সেই ছাপান কাগজতো? আমার হাতেই আছে, আসুন ঠাকুররা দস্তখৎ করুন —

পণ্ডিত (One one) ওয়ান্ ওয়ান্, একে একে (round goods do not) রাউণ্ড্ গুড্‌স ডু নট্, গোলমাল করোনা

(সকলে সই করণান্তে বার্ষিক গ্রহণ)

(তর্কনিধির প্রবেশ।)

তর্ক কৈর্ম্মিক না কি জানি সব বাটা অইল? বও দেওয়ানের পোলা রও, বাম্নাকে বঞ্চ করিওনা, এহনও অধ্যাপক বিস্তর থাকি আছে, দ্যাহ দ্যাহি, আমার নাম দ্যাহ, হলধর তর্কনিধি, নিবাস সুবর্ণগ্রাম, জিলা বিক্রমপুর, বার্ষিক দুই মুদ্রা

পণ্ডিত আরে এস এস তর্কনিধি। এত বিলম্ব যে? বার্ষিক যে সব দেওয়া সাঙ্গ হলো প্রায়, (This East Bengal Brahmin, name Plough Catch, Discussion Jewel, very much opposite) দিস্ ইষ্ট বেঙ্গল ব্রাহ্মিন্, নেম্ প্লাউ ক্যাচ্, ডিস্কসন্ জুয়েল্, ভেরি মাচ্ অপোজিট,বড় বিপক্ষ, (His signature must take be) হিজ্ সিগ্‌নেচর মাষ্ট টেক্ বি, ওঁর সই নিতেই হবে

দুলাল এস ঠাকুর ঐ দেওয়ানজীর কাছে একখানা কাগজ আছে ঐটা সই করে বার্ষিক নিয়ে যাও

দেও এই যে এই যে

তর্ক কিসের কাগজ? স্বাক্ষর কিসের? এতো কোন বৎসর করিনা

দুলাল। একটা সাদা কাগজে সই, একটা সাদা কাগজে সই।

তর্ক সাদা কাগজে স্বাক্ষর কিরূপ? আমি অধ্যাপক বটি, নিবাস খাঁর বিক্রমপুর জেলার অতি সন্নিধ্যে, উকীল রোহিণীকান্তর বাস আমাগোরি গ্রামে আইন কানুনের খবরও রেখে থাকি, সাদা কাগজে স্বাক্ষর অত্যন্ত বে-আয়িনী, কি লেখা আছে দেহি

পণ্ডিত (Paper show paper show he not see leave) পেপার সো পেপার সো, হি নট্ সি লিভ না দেখে ছাড়বে না?

দুলাল নাও দেওয়ানজী ছাপানো কাগজটাই দেখাও না সই করলে তো বিদেয় পাবেন না

দেও এই দেখুন, এই ছাপা

তর্ক হঃ কি ল্যাখছেন, হিন্দু হিন্দু-হিন্দুতে সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা কারণ? গঙ্গাতীরে আর কি স্নেৎক'র গইতে দিবে না

কোম্পানি নাকি ? শব-দ্যাহ্ কি সমুদ যাত্রা করাইতে হইবে নাকি ?

পণ্ডিত আরে নাহে তর্কনিধি। এ শব দেহের যাত্রার কথা হচ্ছে না, এ হিন্দু সন্তানগণের সুস্থ শরীরে সমুদ্র যাবার ব্যবস্থ

তর্ক সুস্থ শরীরে গঙ্গাযাত্রারই আবশ্যক হয় না, ত সমুদ্রযাত্রার প্রয়োজন ?

পণ্ডিত হা হা হা, (Leg round, leg round) লেগ্ রাউণ্ড, লেগ্ রাউণ্ড, পাগল পাগল ; তা নয় তর্কনিধি কথাটা হচ্ছে কি তোমায় স্পষ্ট বলি, শাস্ত্রসাগর মন্থন করে স্থির করা গিয়েছে যে, পোতারোহণে হিন্দুগণের সমুদ্র পথ দিয়া বিলাতাদি ম্লেচ্ছদেশ গমনে দোষ এব নাস্তি

তর্ক। কেডা কইছে এমন শাস্ত্র ? কোন্ পুঁথিতে এরূপ বেল্লিক তন্ত্রের ব্যবস্থা আছে ?

দুলাল বেদে আছে, বেদে আছে

তর্ক আরে বল বাবু, আপনি শূদ্র

দুলাল। কায়স্থ কায়স্থ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়।

তর্ক বেদে আপনার অধিকার কি ? বেদের কি জানেন আপনি ? মা কোমলা ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন ভোগ করেন, আর পাঁচজন ব্রাহ্মণ সজ্জনকে প্রতিপালন করেন; বেদশাস্ত্রাদির কথায় অনধিকার প্রবেশ করবেন্ না

পণ্ডিত (Babu stop, Babu stop, I make him a ld sion) বাবু ষ্টপ্, বাবু ষ্টপ্ আই মেক্ হিম এডিসন্, আমি ওঁকে ঠিক করছি তুমি জানি শাস্ত্রে সমুদ্র যাত্রার কোনরূপ নিষেধ নাই বরং স্মৃতি শ্রুতি গ্রন্থাদিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

তর্ক। আরে রাখেন আপনার স্মৃতি আর শ্রুতি, কলিযুগের কথা কন। আমাগোর ঘরে আমার প্রপিতামহের অস্ত লিখিত এমন সব পুথি আছে, যাহা কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই, ইদানীং ছাপাই হবার হইছে না, কি এক পুথিতে আমি দ্যাখছি, স্পষ্ট উক্ত আছে—

"গোমাংস ভক্ষণং যজ্ঞো হয়মেধ স্তথৈবচ,
সমুদ্র যাত্রা চাণ্ডাল সংস্পৃষ্টান্নস্য ভোজনম্,
কলৌ সর্ব্বং নিষিদ্ধং স্যাৎ মহেশানি ন সংশয়ঃ,
কুম্ভীপাকে তু তৎকর্ত্তা নিবসেৎ কৃমিসঙ্কুলে।"

ইত্যর্থে গোমাংস ভক্ষণ, হয়মেধ কিনা অশ্বমেধ যজ্ঞ, সমুদ্র যাত্রা, চণ্ডালের অন্ন ভোজন, কলিযুগে এ সমস্ত নিষিদ্ধ। ইতি পার্ব্বতী প্রতি মহেশোবাচ, যে লঙ্ঘন করে তার কুম্ভীপাক নরকে কৃমি মধ্যে বাস, ইথে সংশয় নাস্তি।

দুলাল। দেখ ঠাকুর, তোমার ও বাঙ্গালে শাস্তর আমি শুনতে চাইনি; সই কর্‌বে কিনা বল, সই কর্‌তো বিদেয় পাবে, নয়তো পাবে না, আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

তর্ক। কি অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিমু তবে বিদেয় পাইমু?

দুলাল। বড় বড় পণ্ডিতরা সব সই করে গেল, আর উনি এলেন কোথা ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে নূতন শাস্ত্র বের কর্‌তে, গামলা চড়ে বুড়িগঙ্গা পার হবার শাস্ত্র আছে, আর জাহাজ চড়ে সমুদ্র পার হবার শাস্ত্র নাই?

তর্ক। চাষী চেপে বুরিগঙ্গায় পার হওনী, বুরিগঙ্গার জল লবণাক্তও নয় আর কৃষ্ণবর্ণও নয়; আর পণ্ডিতজী, আপনারে না প্রশ্ন করি, কোন্ কোন্ পণ্ডিত ঐরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিছে? তাদের শাস্ত্রে কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান নাই।

"অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রানি ব্যবস্থিষ্ঠন্তি যে নরা,
রৌরবে নরকে তে তু .বসেযুঃ যুগসপ্তকম্ "

ধর্ম্মশাস্ত্র না জেনে ব্যবস্থা যে প্রদান করে, সপ্তযুগ তার রৌরব নরকে বাস হয়

সার্ব্ব বলি ওহে তর্কনিধি, তুমিই ব্যবস্থা দিতে পার আর আমরা জানি না, শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে—

"আস্তিকস্য মুনের্মাতা বাসুকী ভগিনীস্তথা।
জরৎকারু-মুনেঃপত্নী মনসাদেবী নমোস্তুতে "

সবলে গরুড—গরুড় গরুড

তর্ক আরে তুমি বরই অর্ব্বাচীন

সার্ব্ব। তোমরা অর্ব্বাচীন তাব তুমিই বাচীন

দুলাল না, বড বড় পণ্ডিতরা ধর্ম্মশাস্ত্র জানেন না, আর উনিই জানেন।

তর্ক শাস্ত্র জ্ঞান থাকতে মিথ্যা ব্যবস্থা দিইছে, তারতো আর পবিত্রাণ নাই, শাস্ত্রকার কইছেন –

"জ্ঞাত্বাপি যো বদেন্মিথ্যা তস্য মৃতস্য যৎ কৃতং।
সপ্তজন্ম ভবেত্তেন, বিষ্ঠাকীটো ন সংশয়ঃ "

সে মহাপাতকী সাতজন্ম বিষ্ঠাকীট হয়ে বাস করবে

দুলাল হুঁ, তারা বিষ্ঠাকীট হবে, আর তুমি ক্ষীরের হাঁড়ীর মাছি হবে ; এখন কাগজে সই করে বিদায় নেবে না অমনি অমনি পথ দেখবে?

তর্ক এ অশাস্ত্রীয় স্বাক্ষর না করলে বিদায় পাইমু না ?

দুলাল না।

তর্ক। প্যাচ্ছার করি তোমার স্বাক্ষরে, আর প্যাচ্ছার করি

তোমার বিদায়ে, এ হেজিপেজি অধ্যাপক পাও নাই, আমার বাবী পূর্ব্ববঙ্গ, অত অর্থলোভ বাহি না. লাঙ্গলতো আছে, শাস্ত্র লোপ হয়, দ্যাশে চাষ কবে খাইমু; অর্থলোভ দেহায়ে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা লও, উৎসন্ন যাও, উৎসন্ন যাও, নরকের কীট অইয়ে রও

দুলাল। দরওয়ান। দরওয়ান এই বামুনকো নিকাল দেও

পণ্ডিত। (Cold be cold be) কোল্ড বি, কোল্ড বি, ঠাণ্ডা হোন্, ঠাণ্ডা হোন্

তর্ক কেরে পাপীষ্ঠ—দরওয়ান ঐছে, মেকয়াবাদি ঠেকাইয়ে ব্রাহ্মণেরে অপমান করবা, ত্রিরাত্র যাবানা, ত্রিরাত্র যাবানা।

(অর্জ্জুনঠাকুরের প্রবেশ।)

অর্জ্জুন কঁড হইছন্তি? কঁড় হইছন্তি? দঙ্গা হইছি কাঁই; ধঙ্গাড়ী পণ্ডিত ঠাকুড় ক্রোধং নকুড়, ক্রোধং নকুড়; ব্রাহ্মণকুড় জন্মগ্রহণং অভিশাপ দানম্ নৈব কর্ত্তব্যং ইয়া পণ্ডিতজী স্বয়ং উপস্থিত, বিদায়ং দিয়তাম্, বিদায়ং দিয়তাম্।

তর্ক হঃ উরে মেরা পণ্ডিত আইছে, ইয়ারে স্বাক্ষর করাইয়ে ব্যবস্থা লয়ে লও

অর্জ্জুন কিং স্বাক্ষড? কিং স্বাক্ষড়? গুটা টঙ্কা বিদায় ধর্ষিক অছি, মিলিব আশীর্ব্বাদ কড়িকিড়ি চলি জিব।

তর্ক অ'রে ও শুনছে' কি কটকের পে'ল', ব'বুর পোলা বাবু বিলেত যাইবন, সমুদ্র পার হইবন, ম্লেচ্ছ সহবাস করবন, তোমার উৎকল শাস্ত্রে আছে নাকি? ব্যবস্থা দিবে? লও যত উরে মেরার ব্যবস্থা লইয়ে উৎসন্ন যাও, নিপাত যাও, নিপাৎ যাও। প্যাচ্ছার করি তোর ব্রাবীতে, প্যাচ্ছার,

কবি তোব মুয়ে, প্যাচ্ছাব কবি তোব টাহায, মা কমলা মস্তকে রহেন।

[প্রস্থান

ছুলাল বাঙ্গাল বামুন ভাবি পাজী, কি বলেন পণ্ডিতজী! ওব পৈতে উলিয়ে ঘা কতক দিব নাকি? তাতো হিন্দুমতে পাবা যায়?

ভট্টা হাঁ হাঁ শাস্ত্র সঙ্গত শাস্ত্র সঙ্গত

পণ্ডিত (Keep keep) কিপ্ কিপ্, থাক্ থাক্, "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" (Low if high float, intelligent fly goose) লো ইফ্ হাই ফ্লোট, ইণ্টেলিজেণ্ট ফ্লাই গুজ্, ও অর্জ্জুন ঠাকুব! সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা দিতে হচ্ছে?

অর্জ্জুন আপনঙ্কড কঁড় কইছন্তি? সমুদ্র পাড় হইকিড়ি কৌঠি জিব? পুরুষোত্তম—যাউ, য উ, দোষ নাস্তি

"পুরুষোত্তম সন্দর্শে ক্ষেত্রে চৈব ড়মাপতে
সমুদ্র যাত্রা চাণ্ডালস্পৃষ্টান্ন স্যাপি ভোজনম্
সুপ্রশস্তম্ সদা প্রোক্তং নৈব নিন্দম্ তথা বুধৈ
জাতং পাপং ততো যস্মাৎ লীযতে বিষ্ণু দর্শনাৎ"

ইতি শাস্ত্র বচনং—টীকাকার অর্থ কড়িছন্তি, সমুদ্র যাত্রা কুড্,, চণ্ডাল অন্ন ভোজনং কুড্,, পরন্ত জগন্নাথ বিদ্যমান। পুরুষোত্তম ঠাকুড় দড়শন যেঠি কড়িছন্তি, সেঠি পাপ ন বর্ত্ততে, জগন্নাথ যে ঠাযেড, সে ঠাযেড় সকল জাতেড় অন্ন খাও, আব জহাজ চাড়িকিড়ি সমুদ্র যাও

সার্ব্ব। হাঁ হাঁ, এতো ঠিক হয়েছে, শাস্ত্রে তো স্পষ্টই ব্যবস্থা রয়েছে "রথে চ বামনং দৃষ্টা যৎপলাযন্তি সজীবতি"

ভট্টা সচী পতী

দ্বি, ভ তাব আব সাব নাই

পণ্ডিত (Good been, good been) গুড্ বিন্, গুড্ বিন্, ভাল হয়েছে ভাল হয়েছে

দুলাল কি বকম, কি বকম।

পণ্ডিত। (Afterwards tell, afterwards tell) আফ্‌টাব্ ওযার্ডস্ টেল্, আফ্‌টারওয়ার্ডস্ টেল্, পবে বল্‌বো অর্জ্জুন ঠাকুব, ঐ ব্যবস্থাটা কাগজে লিখে তোমাব নামটা দস্তখৎ কবে দাও দেওয়ানজী, অর্জ্জুন ঠাকুরের বিদেয় দাও। ওঁব এক টাকা কবে লেখা আছে বুঝি, দুটো টাকা দাও, দুটো টাকা দাও

দেও এই যে এই যে

অর্জ্জুন বজা হও বাবুজী, রজা হও, পুরুষোত্তম মঙ্গল কড়ুন

পণ্ডিত (Hear Dulal Babu, business compromise be) হিযার দুলাল বাবু, বিজ্‌নেস্ কম্প্রোমাইস্ বি, কাজ বফা হয়েছে; আমাব এত দিন এটা মনে হয়নি, হিন্দুব দেবতা জগন্নাথতো সমুদ্রেব ধাবেই বয়েছেন, আর শ্রীক্ষেত্রে অন্নদোষও নাই; যদি কোন ফিকিরে জগন্নাথকে নিয়ে বিলেত যাওযা যায়, তাহলে আব কারুর কোন কথাটা কবার যো থাকবে না, যেখানে জগন্নাথ সেইখানেই শ্রীক্ষেত্র

দুলাল বাহবা বাহবা, এ বেড়ে কথা, সমস্ত মাফিক ঠিক লেগে যাবে; রসুন এর একটা কমিটি কবছি, তাতে এ। (Resolution) বেজোলিউসন্ পাশ ক'ব দিব, যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচাব কববাব জন্যে জগন্নাথকে নিয়ে আমবা বিলাতে যাব, আব আর ঠাকুরের নানান নিচ্ছে, নানান [illegible]কুরী, জগন্নাথ

সমুদ্রের ধারেই আছেন, যার তার ভাত খাচ্ছেন, তাঁর কখনও বিলাত গেলে জাত যাবে না; আজই একটা (Branch) ব্রাঞ্চ সভার আয়োজন করা যাক আসুন, তার নাম রাখা যাবে "হিন্দু ধর্ম্ম মহা বিস্তারিণী-গণ্ডগোল"

পণ্ডিত বেড়ে হয়েছে, বেড়ে হয়েছে, কেল্লা মার দিয়া, কেল্লা মার দিয়া—(Beat the Fort William, beat the Fort William) বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়েম্, বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়েম্

পণ্ডিতগণ — গীত

ঘন ঘন ঘন ঘন ঘনং।
বাবুদের বিলাত গমনং॥
ধর্ম্মের বেড়েছে মাত্রা, সমুদ্রে হবে যাত্রা,
বাপের হয় না গঙ্গাযাত্রা, গৃহে মরণং॥
আসছে সব বিধি নিতে, এমনি বিধি হবে দিতে,
দেখেননি যা বিধির পিতে, চৌদ্দ ভুবনং।
মহাতীর্থ কলিকালে, পুরাণে লণ্ডনে বলে,
পুঁথি খুলে দিব বলে নাস্তি খণ্ডনং।
ঋগ্বেদেতে স্পষ্ট উক্তি, চাহ যদি পরামুক্তি,
ভক্তিভরে পেটং ভ'রে মুরগী চারণং।
আকণ্ঠ মটনং খেলে, বৈকুণ্ঠেতে যাবে চলে,
অখাদ্য সংযোগে মদ্য সদ্য শোধনং;
জলধে গঙ্গাসিযোগে দধি ভোজনং,
ইতি শাস্ত্র শাসনং॥

হ-য ব র ল, জ-ড়-দ গ-ব, চ-ট-ত-ক-প, সহর্ষেঘ।
ইহাগচ্ছ উহাগচ্ছ ভূরি ভূরি শাস্ত্র বচনং ॥
হিন্দুশাস্ত্রে নানা অর্থ, অর্থ বুঝে করি অর্থ,
ভো ভো স্বার্থ শিরোমণি ন্যায় ভূষণম্,
যেন তেন প্রকারেণ (চাই) ধন ধন ধন ধন ধনং।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দুলাল বাবুর বাটীর সম্মুখ।

(বঙ্গকবালিকাগণের প্রবেশ)

গীত

আর আমাদের সাহেব হবার বাকি কি।
বাবারা সব চল্লো বিলেত,
আমরা শিখেছি এই এ, বি, সি ॥
ফুট্ ফাট্ গড়ের মাঠ, হ্যাট্ কোট্ পেণ্টুল আঁট্,
চট্ করে চাঁদপালঘাট, টলে টলে চলেছি।
খেলে মুরগী ভাতে ভাত, আর যাবেনাকো জাত,
দাদারা সব খুদে সাহেব, দিদিমণি বিবিটী ॥
জাহাজেতে করবো পুজো, ইংরিজি মা দশভুজো,
সাহেব কেষ্ট, সাহেব বিষ্ণু, বোম্ ভোলানাথ বিলিতি
সাহেব হবো, হিঁদু রবো, বাবাদের কি বজ্জাতি।

প্রথম। বনেট পরা ঘাঘরা দেবা, মা জননী মোর,
সাজছে কেমন বেক্কা দাদা, বলনা বাবা তোর।

দ্বিতীয়। ল্যাজ কাটা কোট গায়ে মাথায় ধুচুনি,
আমার বাবার দেখিস যদি হাত পা খেঁচুনি

তৃতীয় আমার বাবা কিচমিচ করে, আর বলেনা বোল দিশি,
আহ্লাদেতে যাচ্ছে চলে, বগলে ঝুলছে পিসি

চতুর্থ নূতন খুড়ী মাথায় ঝুড়ী হাতে মালার ঝুলি,
নামাবলি কেটে এঁটে করেছে কাঁচুলী
বুড়ো খুড়োর দেখে শুনে লেগে গেছে ভাব,
যেন গোলাম কচ্ছে সেলাম, বলে বিবি সাব

সকলে গীত।

আয় আয়, সাহেব বিবি,
সাহেব বিবি খেলবো নূতন ধাঁজ।
লুকিয়ে ভাই পরেছি তাই, ইংরিজি এই সখের সাজ।
দাদা যেন জন সাহেব, আমি যেন নেলী,
খেলবো না, (হুরে) "তেলি হাত পিছলে গেলি,"
সে খেলা খেলতে গেলে, কেমন লাগে লাজ
আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ গোঁড়াডুম্ সাজে,
ডান্ মৃদং ঘাগর বাজে,
ইক্‌ড়ী মিকড়ী চাম্‌কিকড়ী, চামে কাটা মজুমদার,
ছি ছি খেলবো না আর
হাল্কা খেলা, পল্কা নাচি আজ।

পঞ্চম দৃশ্য।

বন।

(পাকমারা ও বেদিনীর প্রবেশ)

গীত

ফাঁদ পেতে বনের পাখী ধরা দেখি দায়।
তারে পায়না নাগাল সাত-নলায়॥
সে যে মানেনাকো পোষ, পাখী ছুঁলে করে ফোঁস,
ফুস করে উড়ে যায় সাড়া যদি পায়।
মিছে আটাকাঠী করা, তাতে দেয়না সে ধরা,
বাণ মেরে প্রাণ বধতে হবে, আড়ে থেকে হায়॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

টাউন হলের সম্মুখস্থ পথ।

(দুলালচাঁদ, অখিললাল, সাধুরাম, পণ্ডিতজী ও অন্যান্য
স্ত্রী পুরুষগণ।)

সকলে — গীত

পূজিতে গোরাচাঁদে আমরা কর্য়েছি এ জীবন পণ।
সাগর বাহিয়ে, যাইচ্ছি ধাইয়ে,
গোরার দেশেতে তাই হে এখন।

আহা মরি মরি কবে বিলেত দেখিব,
গোরাপদ পূজে, বজে গড়াগড়ি দিব,
গোরেতে গাড়িবে, ঘণ্টা নাড়িবে,
চরণ পীড়নে সেতা হইলে মরণ
ধপধপে বিবিগুলি দলে দলে দলে,
হাতে ধরে সাথে সবে নাচিবে গো 'বলে,'
রূপের মেলাতে তুফান খেলিবে,
যুড়াবে যুড়াবে এ পোড়া নয়ন।
হ্যাটে কোটে বুটে নটবর বেশে,
(আহা গোরার কিবা বুটের প্রহার)
যখন ফিরিব নেটিভের দেশে,
তরাসে স্বদেশি কাঁপিবে দেখিয়ে মূরতি ভীষণ॥

মাখন কেমন পণ্ডিতজী, হুজুগ কেমন জাঁকিয়ে উঠেছে বাবুর কীর্ত্তি দেখে লোকে সব বল্‌ছে কি?

পণ্ডিত বলবে আর কি, সব দেখে শুনে (Head round) হেড্ রাউণ্ড্ গো, মাথা ঘুরে গেছে

সাধু কীর্ত্তি রেখে গেলেন, ধ্বজা উড়িয়ে গেলেন।

পণ্ডিত (Flag fly) ফ্লাগ্ ফ্লাই

দুলাল আমি—মি আমি কে, আমাকে বাড়ান তোমাদের একটা রোগ

পণ্ডিত (No sickness no sickness all time) নো সিক্‌নেস্, নো সিক্‌নেস্ অল্ টাইম্

সাধু (True) ট্রু কি না কালকেব (Daily Newsএ a true Hindu) ডেলিনিউসে এ ট্রু হিন্দু সই কবা একটা (Correspondence) করেস্‌পণ্ডেন্স দেখতে পাবেন, শেষ বলবেন না যেন আমি লিখেছি

দুলাল গুজব খুব উঠে গেছে, কেমন ?

মাখন হাটে বাজারে বাইবে ঐ কথাই কেবল ও (Municipal) মিউনিসিপালই বলুন, (Leper Assylum) লেপার এ্যাসাইলম্, (Consent Bill) কন্‌সেণ্ট্ বিলই কলুন, পাঁচ সাত বছরেব ভিতব যত কাজে হাত দেওয়া গেছে কোন হুজুগ এমন জাঁকে নাই

দুলাল হুজুগ হুজুগ কব কেন ? ইংবাজী ক'রে (Agitation) এ্যাজিটেসন্ বোলতে পার না

পণ্ডিত (Yes vegetation, vegetation tell) ইয়েস্ ভেজিটেসন্, ভেজিটেসন্ টেল্

দুলাল (Agitation) এ্যাজিটেসন্ না কবে তিনকড়ি মামার কথা শুনে অমনি আস্তে আস্তে বিলাতে চলে গেলে কি এত ধুমধাম পড়ে যেতো ? না আমাব—নাহোক তোমাদেব পাঁচ জনের নাম বেরুতো ?

মাখন তাঁর আব সন্দেহ কি ? কত রাজা রাজড়াতো হিন্দুমতে বিলেত গিয়েছে, কিন্তু তাতে কি এত হাঙ্গামা পড়েছে ? এই সভা, এই মিটীং, এই (Lecture) লেক্‌চাব্, তর্ক-বিতর্ক, (Pamphlet) প্যামফ্লেট্ ছাপা না হলে, কাজটাব (Importance) ইম্পবট্যান্স বাড়তো কি ? (Byron) বাইবন্ বোলেছেন (Full many a gems of purest ray syringe) ফুল্

মেনি এ জেম্‌স অফ্ পিয়রেষ্ট রে সিরিঞ্জ, কত হীরে মাণিক অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, হুজুগ এই (Agitation) এ্যাজিটেশন্ চাই (Agitation) এ্যাজিটেসন্ চাই

সাধু পুলিসে উকীলি করি বলে অনেক শালা ঠাট্টা করে, এইবার ঠিক ব্যারিষ্টারটা হয়ে আসছি।

মাখন এডিটোরিয়তো একজামিন নাই, কোন বালাই নাই, তবে ফিরে এসে বাবু যেমন কাপড় চোপড় পরবেন, যে ধাঁজে চলবেন, আমিও ঠিক সেই রকম করবো, এতে আমাকে খোষামুদেই বলুন, আর যাই বলুন

দুলাল পণ্ডিতজী আমাদের সঙ্গে গেলে বড় মজা হতো, চাই কি ওখান থেকে আপনাকে সিকাগো একজিবিসনে পাঠিয়ে দিতে পারতুম

১ম। টিকিট মেরে

পণ্ডিত। (No No, I catch fish, no touch water) নো নো, আই ক্যাচ ফিশ্, নো টচ্ ওয়াটার, ধরি মাছ না ছুঁই পানি (Here remain all business drive) হিয়ার রিমেন্, অল্ বিজ্‌নেস্ ড্রাইভ্, এইখানে থেকেই সব কাজ চালাব

দুলাল আপনার কোন কষ্ট হবে না, শাস্ত্র থেকে যেমন যেমন ব্যবস্থা দিয়েছেন, আমি তার সব আয়োজন ঠিক করছি ভালুক থেকে পাঠশালার সিকারী সব আনিয়ে সুন্দরবনে পাঠিয়েছি, বনবরা, বন্যকুক্কুট, আর আর যত রকম হিংস্রপাখী আর জানোয়ার সব আনবে

পণ্ডিত (No No I blessing do, you go) নো নো, আই ব্লেশিং ডু ইউ গো, পাঁজিতে দেখা গেছে আজ

বড় শুভদিন "ক্রিস্‌মাস্‌," আশীর্ব্বাদ করছি দুর্গা বলে চলে যাও।

দুলাল চল সব, যেমন আসা গেছে, তেমনি সংকীর্ত্তন করতে করতে একেবারে সব জাহাজে চল, আজ আমরা জাহাজ দেখতে যাব বলে কাপতেন সাহেব খুব ভাল করে জাহাজ টাহাজ সাজিয়ে সেখানে বল টলের উদ্যোগ করেছেন হরি হরি বল জাহাজেতে চল

সকলে হরি হরি বল জাহাজেতে চল

(তিনকড়ির প্রবেশ)

তিন এই যে বাবাজীরা সব এইখানেই জমাট বেধেছ

দুলাল আর মামা, ঠকে গেলে, আমাদের সঙ্গেত গেলে না, বিলাতে কত মজা দেখতে, যে সাহেব বিবি দেখে এখানে সব ভয়ে কাঁপা যায়, সেই বিবি সেখানে জল গরম করে দেয়, সাহেবে জুতো বুরুষ করে

তিন তা বাবা তোরা যাচ্চিস যা, বিবির গরম করা জলে আমার নাম করে একটা ডুব দিস, আমার আর গিয়ে কাজনি মোদ্দাৎ বাবা তোরা দেশ ছেড়ে চল্লি, কিন্তু এখানে একটা বোধ হয় ভাল রকম হুজুগের শ্রাদ্ধ থাকবে, তোরা থাকবিনি খাতবে কে তাই ভাবছি

দুলাল সেকি! সেকি কিসের হুজুগ মামা?

সকলে কি মামা! কি মামা!

তিন থাক্‌, যাত্রা করে বেরিয়েছিস্‌, আর শুনে কাজ নেই বাবা।

দুলাল না না মামা। না না মামা। কি হুজুগ শুনতেই হবে, বল?

মাখন কিসের হুজুগ (Agitation) এ্যাজিটেসন্ হবে নাকি?

পণ্ডিত (Tell double mother) টেল্ ডবল্ মাদার, মামা (tell) টেল্?

তিন আজকের কাগজে দেখছিলুম, একটা সাহেব এক ব্যাটা ভিখিরীকে পুলিশে দিয়েছিল, মেজেষ্টর তাকে ছেড়ে দিয়েছে, সেই জন্যে সাহেব নাকি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত যাবে, সাহেব কাগজওয়ালারাও কেউ কেউ তাই নিয়ে নাকি খুব লেগেছে; পুলিশও এদিক ওদিক দুচারটে ভিখিরী ধরা পাকড়া কচ্ছে, যে রকম গোড়াপত্তন, কাজটা জমালে জমতে পারে, কিন্তু তোরা যাচ্ছিস, জমায়কে তাই ভাবছি

মাখন আহা আহা দিন কতক আগে এইটে হ'ত, এটা জমিয়ে দিয়ে তারপর যাওয়া যেতো

সাধু বাস্তবিক ভিখিরীরা বড় বদমায়েস, কথায় কথায় পাজি ব্যাটা বেটীরা (Penal Code) পেনাল কোড, অমান্য করে, আমি আমার (Wife) ওয়াইফকে বলে দিয়েছি, ভিখিরী এলেই ওষুধ হয়েছে বলে ফিরিয়ে দেয়।

পণ্ডিত শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতের ভিক্ষা করতে নিষেধ আছে চল চল, এখন যাত্রা কর, যাত্রা কর, (Do Opera do opera)

দুলাল বুঝুন—বুঝুন, কথাটা বড় শক্ত দাড়াল, যখন সামনে একটা হুজুগের যোগাড় হচ্ছে, বিশেষত ভিখিরী নিয়ে গোলযোগ, সুতরাং আমাদের দাতব্য সভার (Jurisdiction)

জুরিস্‌ডিক্সনের ভিতর এসে পড়েছে, এটা না সেরে এখন যাওয়া হতে পাচ্ছেনা।

সাধু, মাখন সে কি, সে কি! বিলাত যাওয়া বন্ধ!

পণ্ডিত একেবারে (Not go ?) নট্‌ গো?

দুলাল একেবারে নয়, আপাততঃ বন্ধ রাখতে হবে, আমরা চলে গেলে কথাটা নিভে যাবে, এখনি সভা করে ভিখিরি দম নের (Agitation) এ্যাজিটেসন্‌ করতে হবে, বিশেষ সাহেবরা এতে (Interested) ইণ্টারেস্‌টেড্‌, মাখন বাবু, সাধু বাবু, এখন বিলাত যাওয়া হলো না

সাধু আঁ্যা! আমি ব্যারিষ্টার হতে পাবনা!

মাখন তা বল্লে কি হয়, বাবু যা বলছেন ঠিক, এখনই বিলেত যেতেই হবে এমন তো কোন কথাই নেই, দেশে কোন হুজুগ—এই তোমার গিয়ে (Agitation) অ্যাজিটেসন করবার জিনিষ ছিলনা, তাই ঐ (Subject) সাব্‌জেক্ট নেওয়া গেছেল; বিশেষ আমাদের কাজ হাসিল হয়ে গেছে, হুজুগ জমে গেছে, নাম বেজে গেছে, এখন গেলেও চলে, না গেলেও চলে, তা বলে হালফিল একটা হুজুগের ধুয়া পাওয়া যাচ্ছে, সেটাকে পায়ে ঠেলা যায়না (Shakespeare) সেক্সপিয়র বলেছেন

"Remote from cities lived a swain
Unvexed with all the cares of gain."

অর্থাৎ দেশে হুজুগ থাকতে বিলাত যাওয়া হতেই পারেনা

তিন কেমন বাবা দুলালচাঁদ! গাঁজাখোর বলে তাচ্ছিল্য কর, খরচটা কেমন বাঁচিয়ে দিলুম দেখ; বেথায় যাবে বাবা সাত সমুদ্র তের নদী পার, ঘরের ছেলে ঘরে থাক, তোফা কাজ

বাতলে দিলুম, তোমাব ষষ্ঠী বাবুকে ডাক, লেকচাব ঝাড়াও, তালি বাজাও, বকেয়া সামিয়ানা আছে উঠনে টাঙিয়ে দেদাব সভা কর, আবার এটা ফুরুবে, দোসরা হুজুগ দিচ্ছি ; যখন মামা আছে, আর তাব গাঁজার তল্পী আছে, তখন হুজুগেব ভাবনা কি? এখন যাই বাবা, আমাব আবাব টিপ্‌ টানবাব সময় হয়ে এল

[প্রস্থান।

হুলাল দেশে হুজুগ থাকতে বিদেশে এখন যাওয়া হতেই পাবে না

মাখন কোন মতেই না, কোন মতেই না, কথাটা হচ্ছে— হুজুগ চাই—হুজুগ চাই—হুজুগ চাই

সকলে।— গীত

আমরা খালি হুজুগ চাই হুজুগ চাই।
বিদেশে আর যাই কিরে ভাই,
দেশে যদি হুজুগ পাই।
দেশ হাজুক আব মজুক,
আমরা বুঝি কেবল হুজুগ,
হুজুগ বিনে বুজরুকি আর চলবার চারা নাই।
মিছে শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, বাণিজ্য আর শিল্পকর্ম্ম,
শর্ম্মাদের মর্ম্মকথা নামটী জাহির ভাই।
মেলেছে নূতন হুজুগ, ঘুচেছে বিলেত যাওয়ার বাই॥

পট পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল আলোকমালা সজ্জিত অর্ণবযান।

(সাহেব ও বিবিগণ)

গীত।

Farewell Farewell Gungajee !
We will sail across the sea
Burah Burah Babu for our freight,
With their lily face and belly weight ;
Ha Ha ! Ho ! Ho Hi ! Hi ! Hi !
Our Captain Drammin,
A genuine Kulin Brahmin
All the crew
Are Hindu true ;
From Bo' S'n Jack to Peru Baboorchi ;
On Christmas Eve
With your leave
We 'll carry the Babus both He and She

যবনিকা।